দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAY 201
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দখলদারিত্বের কারণে বন্ধ হতে যাচ্ছে দক্ষিণ বিশিল আদর্শ বিদ্যানিকেতন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

মিরপুর দক্ষিণ বিশিল এলাকার স্কুলটি অবৈধ দখলদার ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এলাকাবাসী মানববন্ধন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পুলিশ প্রশাসনে বহুবার আবেদন করেও কোন প্রতিকার পাননি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলটি রক্ষায় শীর্ষ প্রশাসনের নিকট দাবি জানিয়েছেন। এলাকার শত শত ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুলটি দীর্ঘদিন অবৈধ দখলদারের হাতে থাকায় এটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শুরুতে কয়েক বছর স্কুলটি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ঐ সময় ছাত্র-ছাত্রী ছিল চার শতাধিক। অবৈধ দখলদারের অধীনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২২ থেকে ৩০ জনে নেমে এসেছে বলে এলাকাবাসী জানান। গত শনিবার সরেজমিন দক্ষিণ বিশিল আদর্শ বিদ্যা নিকেতনের আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপকালে তারা স্কুলটি দখলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

কামাল হোসেন বরকতসহ তিন ব্যক্তি দক্ষিণ বিশিল এলাকার বাসিন্দাদের জন্য খেলার মাঠে স্কুল করার পরিকল্পনা করেন। ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ বিশিল আদর্শ বিদ্যা নিকেতন নামে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর স্কুলটি সুনামের সাথে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৯১ সালে শিক্ষা অধিদফতরে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যায়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৯১ সালে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদনের পর ৭৮/এ-দক্ষিণ বিশিলে ১৬ দশমিক ৩৩ কাটা জমি বরাদ্দ হয়। ১৯৯৯ সালে জমিটি গৃহায়ণ অধিদফতর থেকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ স্কুলের নামে দেয়া হয়। আলী হত্যা মামলায় স্কুল প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েকজনকে সন্দেহভাজন আসামি করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে তালিকাভুক্ত এই ওয়ার্ড কমিশনারের হত্যা মামলা সিআইডির তদন্তে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কামাল হোসেন বরকতসহ কয়েকজন নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেয়া হয়। এদিকে নিহত ওয়ার্ড কমিশনারের স্ত্রী রুনু আক্তার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কমিশনার নির্বাচিত হন। তিনি স্কুলে 'ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয়' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন। তার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অফিসের সাইনবোর্ডও ঝুলিয়ে দেন। জোট সরকারের আমলে তার দাপটে স্কুল নিয়ে এলাকাবাসী প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। কমিশনার অফিসের নামে এখানে চলে আড্ডা, সন্ধ্যার পর চলে মাদকসেবীদের যাতায়াত। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এলাকাবাসী স্কুলটি উদ্ধারে নানা কর্মসূচি পালন করেন। এলাকাবাসী যে কোন মূল্যে স্কুলটি রক্ষা করবেন বলে জানিয়ে দেন। গার্মেন্টিসের প্রতি মাসের কয়েক লাখ টাকা ভাড়া অবৈধ দখলদারদের পকেটে যাচ্ছে।

১২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার রুনু আক্তার জানান, তার স্বামী নিহত ওয়ার্ড কমিশনার শওকত আলী মিন্টার স্কুলটির চেয়ারম্যান ছিলেন। হাউজিং সোসাইটি থেকে তিনি এজন্য জমি লিজ নেন। তিনি স্কুলটির জমি ও ভবন দখল করেননি। সেখানে কোন আড্ডা হয়নি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্কুল পরিচালনা করে আসছেন বলে তিনি জানান।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কামাল হোসেন বরকত জানান, স্কুলটি সুনামের সাথে পরিচালিত হওয়ায় এলাকার ছেলে-মেয়েরা হাতের কাছে সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান